ভারত-রাশিয়া (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন) সম্পর্ক

ভারতের বিদেশ নীতিতে ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সাফল্যমণ্ডিত অধ্যায়রূপে স্থান অর্জন করে আছে। তবে স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্ন থেকেই ভারত-রাশিয়ার অন্তরঙ্গ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের সূত্রপাত হয়নি। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের (অর্থাৎ বর্তমান রাশিয়া) দৃষ্টিতে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে, প্রকৃতপক্ষে, ভারত পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদীদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে গ্রহণ করেছে। উপরন্তু, উন্নয়নের স্বার্থে নতুন রাষ্ট্র ভারত পশ্চিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যে যোগসূত্র তৈরি করেছিল, তা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। পঞ্চাশের দশকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ভারত সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণার ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যায়। যে কারণগুলি এই পরিবর্তন সম্ভবপর করেছিল সেগুলি হল যথাক্রমে—

১) আলোচনার মাধ্যমে কোরিয়া সঙ্কটের সমাধান চেয়ে ভারত নিজেকে নির্জোট রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণ করে।

২) কাশ্মীর প্রসঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সব রকম সাহায্য দান করায় ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কে চিড় ধরে।

৩) এই পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতের কাছে পশ্চিম দুনিয়ার বিকল্প হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্ব অর্জন করে।

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য ছিল শিল্পায়ন। এই ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল। তাই ১৯৫৩ সালে দুই রাষ্ট্র একটি বাণিজ্যিক চুক্তি করে। সেই সঙ্গে এই দশকে উভয় দেশের প্রধান ও নেতারা একাধিক পারস্পরিক দেশ সফর করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫৫ সালে তৎকালীন

Scanned by CamScanner

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মস্কো সফর। একই বছর নভেম্বরে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন এবং কমিউনিস্ট নেতা নিকিতা ক্রুশচেভ ভারত সফর করেন। ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্পরিক অর্থনৈতিক, কারিগরি ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার জন্য সঙ্কল্প নেয়। ভারতের মূল শিল্প যেমন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে কাশ্মীর বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বদা ভারতকে সমর্থন করে এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে কাশ্মীর হল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং এই কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কোনওরকম মধ্যস্থতা ছাড়া কেবলমাত্র ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব বলে তারা মনে করে।

১৯৬০ দশকে এই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার জন্য নিকিতা ক্রুশ্চেভ ভারতে আসেন এবং তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ সোভিয়েত সফর করেন। ১৯৬১ সালে পর্তুগীজদের শাসন থেকে গোয়ার মুক্তিলাভ স্বতঃস্ফূর্ত সোভিয়েত সমর্থন লাভ করে। এরপরই ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। ভারতের বিরুদ্ধে চীনের এই ঘোষিত যুদ্ধের কড়া সমালোচনা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ বন্ধ করার আর্জি জানায়। এ ছাড়া ভারতকে আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করে সামরিক সহযোগিতাও করে। উত্তর-নেহেরুকালে ১৯৬৪ সালে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ এবং ১৯৬৫ সালে প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। ১৯৬৫ সালের ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ অবসানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৬৬ সালে তারই প্রচেষ্টায় ভারত ও পাকিস্তান Tashkent ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে এই সুসম্পর্ক টানা-পোড়েনের শিকার হয় যখন ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজের ক্ষমতার ভিত তৈরি করার জন্য ষাটের দশকের শেষার্ধে দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও সুরক্ষা রক্ষার অজুহাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে সামরিক সামগ্রী সরবরাহ শুরু করে। যদিও ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক সহযোগিতা এবং যৌথ মহাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা এই সময় থেমে থাকেনি।

১৯৭১ সালে ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত চুক্তি সাক্ষরিত হয় যার দ্বারা এই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কেবলমাত্র দ্বি-পাক্ষিক স্তরেই নয় আন্তর্জাতিক স্তরেও বন্ধুত্ব, শান্তি ও সুরক্ষার জন্য কাজ করার সঙ্কল্প নেয়। ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রে ভারতকে পূর্ণ সমর্থন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করে। সত্তরের দশকে পারস্পরিক বাণিজ্যে

Scanned by CamScanner

গতি আসে কারণ দুই রাষ্ট্রের দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বহুমুখী হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালে ভারতের খাদ্য সঙ্কটের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন খাদ্যশস্য সরবরাহ করে এই সঙ্কটমোচনে ভারতের সহায়তা করে। এই বছরই ব্রেজনেভ ভারত সফর করেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৬ সালে পুনরায় উভয়পক্ষ একটি পঞ্চবার্ষিকী (১৯৭৬-৮০) বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের খাতিরে ১৯৭৫ সালে ভারতে ঘোষিত জরুরি অবস্থার সমালোচনা না করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন্দিরা গান্ধীর এই অ-গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ সমর্থন করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ভারতের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার যথার্থ পদক্ষেপ হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন একে স্বীকৃতি দেয়। ১৯৭৭ সালে ভারতে গঠিত মোরারজি দেশাই নেতৃত্বাধীন জনতা সরকার তার কার্যকালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সুসম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই মস্কো সফর করেন এবং ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ভারতে আসেন। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই সঙ্গে পাকিস্তানের সঙ্গে অস্ত্রদৌড়ে আধুনিক সামরিক সরবরাহের প্রধান ভরসা হয়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়ন। বন্ধুত্বের দায়বদ্ধতা ভারতকে ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক অভিযানের প্রকাশ্য কড়া সমালোচনা করা থেকে বিরত রাখে। কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ভারত তার এই অভ্যুত্থানের বিরোধিতার কথা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানিয়ে বাহিনী প্রত্যাহার করার জন্য আর্জি জানায়।

আশির দশকে সম্পর্কের উন্নতির জন্য দুই রাষ্ট্রের নেতারা পারস্পরিক দেশ সফর করেন। ১৯৮৫ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মস্কো সফরে যান। এই সফরকালে রাজীব-গোরভাচেভ ঘোষণার মধ্য দিয়ে দু'পক্ষের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়াকে একটি পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল রূপে গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখে। অপরদিকে ভারত চেয়েছিল সারা বিশ্বকে শান্তির অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে, শুধুমাত্র এশিয়া নয়।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান ঘটে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য বিশ্বব্যাপী হয়ে ওঠে। এই নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করে। অপরদিকে, রাশিয়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে ওঠে পতিত রাষ্ট্রকে পুনর্জীবিত ও উন্নত করে তোলা। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পরিণতির ফলে ভারত-রাশিয়ার সম্পর্কে সাময়িককালের জন্য শীতলতা প্রবেশ করে। কিন্তু ১৯৯২ সাল থেকে অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে। ১৯৯৩ সালে ভারত এবং রাশিয়ার মধ্যে ক্রায়োজনিক রকেট প্রযুক্তির হস্তান্তর সম্পর্কিত একটি বোঝাপড়া হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাশিয়া শেষ পর্যন্ত ভারতকে এই প্রযুক্তি হস্তান্তর করা

Scanned by CamScanner

থেকে বিরত থাকে। এ হেন পরিস্থিতিতে রাশিয়া সমঝোতার অঙ্গ হিসাবে ভারতকে কয়েকটি রকেট সরবরাহ করে। ঐ বছরেই রাশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বরিস ইয়েলৎসিন ভারত সফর করেন। এই সফরকালে ১৯৭১ সালের ভারত-সোভিয়েত চুক্তির নতুন সংস্করণ — বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি, স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৪ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও রাশিয়া সফর করেন এবং দুটি মস্কো ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন :

১) The Moscow Declaration on the Further Development and intensification of Cooperation. এর দ্বারা দ্বি-পাক্ষিক সামরিক সহযোগিতার সম্পর্ক দৃঢ় করা হয়।

২) The Moscow Declaration on the Protection of the Interests of Pluralistic States. এর দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের সামনে উপস্থিত কিছু গুরুতর অ-সামরিক সমস্যা চিহ্নিত করা হয় যেমন ethnic জাতীয়তাবাদ, ধর্মগত ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ।

১৯৯৪ সালেই রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর চেনোমির্দিন ভারত সফর করেন। ১৯৯৫-২০০০ সময়কালে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন সহযোগিতার জন্য একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯৭ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া রাশিয়ায় যান এবং ভারত-রাশিয়ার মধ্যে Strategic Partnership দৃঢ়রূপে গড়ে তোলার বিবিধ সঙ্কল্প নেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে পোখরাণে পরমাণু পরীক্ষার মাধ্যমে ভারত পরমাণু শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর ফলে, পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলি ভারতের কড়া সমালোচনা করে শাস্তিস্বরূপ ভারতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া সমালোচনামূলক হলেও পশ্চিম দেশগুলির মতন কঠিন ছিল না।

২০০০ সালে এই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম ঐতিহাসিক মূহূর্ত আসে যখন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ভারত সফরে আসেন এবং Declaration on Strategic Partnership স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া একটি যুগ্ম বিবৃতির মাধ্যমে উভয়পক্ষ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ রোধ করার জন্য যৌথভাবে উদ্যোগ নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। সেই সঙ্গে এই বিবৃতির দ্বারা বহুকেন্দ্রিক পৃথিবী গড়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ২০০১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী রাশিয়া সফর করেন এবং দুই রাষ্ট্রের মধ্যে Moscow Declaration on International Terrorism স্বাক্ষরিত হয়। ২০০২ সালে পুনরায় পুতিন ভারতে আসেন এবং এই সফরকালে Declaration on Further Consolidation of Strategic Partnership নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এর ফলস্বরূপ সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য ভারত-রাশিয়ার একটি যুগ্ম কার্য গোষ্ঠী গঠন করা হয়। ২০০৪ সালে

Scanned by CamScanner

পুতিনের ভারত সফরের সময় রাশিয়া নির্মিত অত্যাধুনিক ডুবোজাহাজ "অ্যাডমিরাল গর্শকভ" ভারতকে বিক্রি করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত এবং রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে। ২০০৪-০৫ এ ১১ শতাংশ হারে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি হয়েছে যার পরিমাণ ১৮৬২.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ গত কয়েক বছরে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে উভয় পক্ষের প্রধান লক্ষ্য হল ২০১০ সালের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার স্পর্শ করা। এ ছাড়া উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় রাশিয়ার সংযুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাকে ভারত পূর্ণ সমর্থন করেছে।

সাম্প্রতিককালে, নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী পদের জন্য ভারতের উদ্যোগকে রাশিয়া ন্যায্য দাবি হিসাবে সমর্থন জানিয়েছে। ২০০৫ -এ ভারতের রাষ্ট্রপতি এ. পি. জে. আব্দুল কালামের রাশিয়া সফর—উত্তর ঠাণ্ডা যুদ্ধকালে প্রথম কোনো ভারতীয় রাষ্ট্রপতির রাশিয়া সফর। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতি অতিক্রম করে আসা দীর্ঘদিনের ভারত-রাশিয়ার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে কালামের এই সফর আরও শক্তিশালি করেছে। সম্প্রতি ২০০৬ সালের মার্চে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিখাইল ফ্রডিকভ ভারত সফরে এসেছিলেন। আবার এই বছরই রাশিয়া ভারতকে পরমাণু জ্বালানি সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করে। সুতরাং, ভারত ও রাশিয়ার দীর্ঘকালীন দ্বি-পাক্ষিক সুসম্পর্ক নতুন শতাব্দীতে নতুন চ্যালেঞ্জের সামনেও অটুট রয়েছে।

Scanned by CamScanner